যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN. 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ৬ ...

প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১১ ধরনের

বর্তমানে দেশে ১১ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, আনরেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ছাড়া অন্য সব বিদ্যালয়ে ৫ বছরের শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ক্লাস ওয়ান ও ক্লাস টু পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে কয়েক ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ছোট ছোট শিশুদের বাসস্থানের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ করা এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলা। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে ওই বিদ্যালয়ের মাদার স্কুল হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করে শিশুরা এসব মাদার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবে বলে ধারণা করা হয়। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে এ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পদোন্নতি পেতে ১৫ থেকে ২০ বছর

বর্তমানে সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেতে ১৫ থেকে ২০ বছর লেগে যায়। তাছাড়া উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে যখন জুনিয়র শিক্ষক সিনিয়র হয়ে যান তখন ক্ষতিগ্রস্ত সিনিয়র শিক্ষক চাকরিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। চাকরি-বই হালফিল নেই এ অজুহাতে কোনো কোনো শিক্ষককে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

দাবি মেটাতে বছরে প্রয়োজন সোয়া ২০০ কোটি টাকা

সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের দাবি পূরণ করতে হলে সরকারের বছরে সোয়া ২০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। আন্দোলনরত বিভিন্ন শিক্ষক নেতার সঙ্গে আলাপ করে এ পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। সূত্রমতে, সরকারি মোট ৩৭ হাজার ৬৭১টি প্রাথমিক স্কুলে মোট ১ লাখ ৬২ হাজার শিক্ষক কর্মরত আছেন। এসব শিক্ষকের বেতন বৈষম্য দূর করে তাদের দাবি মেটাতে সরকারকে বছরে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুল আউয়াল তালুকদার এ তথ্য জানান। অন্যদিকে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। এসব স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ৯২ হাজার। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পৌনে এক কোটি। এসব শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করতে হলে সরকারকে বার্ষিক ১৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সামসুল আলম এ তথ্য দিয়েছেন।

আরো অনেক কাজে অংশ নেন শিক্ষকরা

শিক্ষকতার বাইরেও সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে হয়। প্রতি মাসে কমপক্ষে একদিন থেকে পাঁচদিন এসব কাজ করতে হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের বাইরে প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা তৈরিতে সহায়তা করতে হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সিটি করপোরেশনসহ প্রতিটি নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষকরা। তারা সরকারের বিভিন্ন জরিপ কাজে সহায়তা করেন। শিশু জরিপ, আদমশুমারি, স্যানিটারি গণনা করে কোনটি ব্যবহার উপযোগী এবং কোনটি অনুপযোগী সে ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে হয় সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে। এছাড়া স্কুলে অনুপস্থিত শিশুর খোঁজ নেয়ার জন্য দূর-দূরান্তে হোম ভিজিট করতে যান শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে তেজগাঁও-এর ইসলামিয়া সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহিদুর রহমান বিশ্বাস জানালেন, নির্বাচন কমিশন থেকে আমাদের নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে সেজন্য কমিশন থেকে টিএ/ডিএ বাবদ যৎসামান্য ভাতা দেয়া হয়। অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে তিনি জানালেন, হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল বাদে কোনো প্রাথমিক স্কুলেই পিয়ন নেই। এজন্য ক্লাস শুরুর আগে ও পরে ঘণ্টা বাজানোর কাজটিও শিক্ষকদেরই করতে হয়।

মান নিম্নমুখী

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে।

সম্প্রতি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার একাধিক গবেষণা রিপোর্ট এবং সমীক্ষা থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এ অবস্থার জন্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের মান, শিক্ষকদের ট্রেনিং, কারিকুলাম ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ত্রুটি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষক রাজনীতি ও সার্বিক সমন্বয়হীনতাকেই দায়ী করছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্বের ১০৭টি দেশের মধ্যে ইউনেস্কো পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, শিক্ষা সূচকের দিক থেকে বাংলাদেশ রয়েছে ১০৭ নাম্বারে। এর আগে ১০৬ নাম্বারে আছে ইনডিয়া। এছাড়াও ইউনেস্কোর সর্বশেষ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টেও বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।